170649 - জনকৈ খ্রস্টিানরে কছিু সংশয় যগেুলোর মাধ্যমে তনিি কুরআনরে কছিু আয়াতরে উপর অপবাদ দচ্ছিনে এই দাবী করে য,ে সগেুলোতে সবরিোধেতিা রয়ছেে

প্রশ্ন

এক খ্রস্টিান আমার কাছে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করছে।ে আমি এর উত্তর চাই; যাতে করে উত্তরটি তাকে পাঠাতে পারি: 'তোমেরা কনে তোমোদরে জীবন ও ভাগ্যকে এমন এক বইয়রে সাথে সংশ্লষ্টি করছ যে বই সবরিোধেতিা ও ভুলে ভরা' -সইে ব্যক্তি কুরআনকে উদ্দশ্যে করছ-ে?! এই খ্রস্টিান আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং বল:ে তোমেরা বল, নশ্চিয় আল্লাহ্ বলনে:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থকেে আসত তাহলে তারা এতে অনকে বপৈরীত্য দখেতে পতে)। বাস্তবকিপক্ষে এই বই বপৈরীত্য ও সবরিোধেতিায় ভরপুর। এ কারণে সটেি আল্লাহ্র পক্ষ থকেে নয়। তোমাকে আমি কছিু উদাহরণ দচ্ছি: আমরা সূরা আশ-শু'আরাতে পাই, ফরোউন পানতিে ডুবে ধ্বংস হয়ছে।ে কন্তিু সূরা ইউনুসে পাই:

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

সুতরাং আজ আমরা তোমার দহেটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদরে জন্য নদির্শন হয়ে থাক)। তাহলে কোনটা সঠকি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কুরআনে কারীমকে সমালোচনা করা ও কুরআনরে আয়াতগুলোর উপর সবরিোধেতিা ও বপৈরীত্যরে অপবাদ দয়োর এটি প্রথম চষ্টো নয়। ইতপিূর্বে এমন অনকে অপবাদ অতবিাহতি হয়ছে।ে যতজন এই চষ্টো করছে তোরা সকলে ব্যর্থ হয়ছে।ে আমরা যে কতিাবরে প্রতি ঈমান রাখি য,ে সটেি আমাদরে প্রভুর পক্ষ থকেে অবতীর্ণ সটোতে যদি এমন কছিু বকিৃতি, সবরিোধেতিা ও সংঘর্ষ থাকত যা ইহুদী ও খ্রস্টিানদরে কতিাবে রয়ছেে তাহলে আমরাই সর্বপ্রথম এই কতিাবকে অস্বীকারকারী হতাম। কন্তিু

কভিাবে সটেি ঘটতে পার; অথচ আল্লাহ্ তাআলা নজিইে কয়িামত পর্যন্ত এই কতিাবকে সংরক্ষণ করার দায়ত্বি নয়িছেনে। যাতে করে এই কতিাবে যে সত্য ও সঠকি তথ্য রয়ছেে তা মানুষরে উপর দললি হসিবেে কায়মে হয়।

যদি সইে খ্রস্টিান ব্যক্তি কংিবা অন্য যে কোন ব্যক্তি কুরআনে কারীমে বপৈরীত্য না থাকার পক্ষে যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা হয়ছেে সইে আয়াতটরি প্রথম অংশ পড়ত ও চন্তিা-ভাবনা করে দখেত তাহলে এ ধরণরে সংশয়গুলো একত্রতি করা ও সগেুলোর উপর ভত্তিি করে কুরআনরে উপর অপবাদ আরোপ করার প্রয়োজন হত না। প্রাচীন আরব ও সমকালীন আরবদরে মধ্যে অনকে বদ্যিান, বুদ্ধমিান, সাহত্যিকি ও বাগ্মী রয়ছেে। তারা কুরআন পড়ে। কন্তিু তাদরে কারো কাছে এই ধরণরে আয়াত সাংঘর্ষকি প্রতীয়মান হয়নি। হতে পারে তারা কোন আয়াতরে কোন কোন অর্থ নয়িে প্রশ্ন তোলার চষ্টো করে। কন্তিু কুরআনরে আয়াতগুলো নয়িে তাদরে কউে যখন একটু চন্তিা ভাবনা করে কংিবা তাফসরি বশিারদ ও ইলমে পারদর্শী আলমেদরে শরণাপন্ন হয় কত দ্রুতই না সইে প্রশ্নগুলো নরিসন হয়ে যায়। সইে খ্রস্টিান ব্যক্তি প্রথমে যইে আয়াতটি উদ্ধৃত করছেে সটেরি প্রথমাংশে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনরে আয়াতসমূহকে অনুধাবনরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলনে: “তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?” এরপর তনিি বলনে: ‘যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থকেে আসত তাহলে তারা এতে অনকে বপৈরীত্য দখেতে পত।ে’[সূরা নসিা, আয়াত: ৮২] তাই সইে ব্যক্তি যদি কুরআনরে আয়াতগুলোকে অনুধাবত করত তাহলে আয়াতগুলোর মধ্যে বশেি বা কম কোন বপৈরীত্যই পতে না। যদি সইে ব্যক্তি ইলমে পারদর্শী আলমেদরে বক্তব্য জানার চষ্টো করত তাহলে দখেতে পতে য,ে কুরআনে কোন সংঘর্ষ ও সবরিোধতিা নাই।

তাই প্রত্যকে যে ব্যক্তরি কুরআন পঠন অনুধাবন সহকারে হয় না; বশিষেতঃ সে যদি কুপ্রবৃত্তরি অনুসারী হয়; তাহলে স্বাভাবকিভাবইে সে কুরআনরে আয়াতগুলোর মাঝে এমন কছিু পায় যটোকে তার কাছে সংঘর্ষ ও সবরিোধতিা মনে হয়। কন্তিু প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবে এই সংঘর্ষ ও সবরিোধতিা ঐ ব্যক্তি মস্তষ্কিে ও বুঝ;ে মুহকাম (চূড়ান্ত) আয়াতসমূহে নয়। প্রত্যকে যে ব্যক্তি কোন বই লখেে বইয়রে শুরুতে এই কফৈয়িত লখো ছাড়া তার কোন উপায় থাকে না যে যনিি এতে কোন কসুর পান তনিি যনে লখেকেকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টতিে দখেে এবং প্রত্যকে যে ব্যক্তি এতে কোন ভুল পায় সে যনে ভুলটি গোপন রখেে লখেকেকে অবহতি করে। এ কারণে দখো যায় য,ে ভাল লখেকেরা এক বই একাধকি বার প্রন্টি করনে। তাই বইয়রে উপরে লখো থাকে “বর্ধতি ও পরমিার্জতি”। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কতিাবরে প্রথম পৃষ্ঠা যে ব্যক্তি খুলবে সখোনে সে এ বাণীটি পাব:ে ‘আলফি লাম মীম। এই তো কতিাব, যাতে কোন সন্দহে নাই।’[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১-২] এই ধরণরে সূচনা অনকে বুদ্ধমিান খ্রস্টিান মানুষরে ইসলাম গ্রহণরে কারণ হয়ছেে; যখন তারা দখেতে পলে য,ে এটি দুর্দান্ত সূচনা। যা প্রমাণ করে য,ে এই অক্ষরগুলো যনিি বলছেনে তনিি মানুষ নন। কারণ কোন মানুষ কোন বই রচনা করলে তার পক্ষে এ ধরণরে কথা বলা সম্ভবপর নয়। এরপর কুরআনরে আয়াতগুলো পড়ার পর তারা জানতে পারে য,ে এটি মহাবশি্বরে প্রভুর বাণী। এ কারণে ত্রুটিটি হচ্ছে অনুধাবনে কসুর করা। এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি য,ে আয়াতরে প্রথমাংশে অনুধাবনরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করাটা অযথা নয়; বরং সুমহান গূঢ় রহস্যরে কারণ।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে: “এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদরেকে কুরআন অনুধাবনরে দকিে আহ্বান জানয়িছেনে। কনেনা প্রত্যকে যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করে তার অনুধাবন এমন জরুরী (অপ্রতরিোধ্য) জ্ঞান ও সুদৃঢ় একীন অনবিার্য করে য, এই কুরআন হক্ব ও সত্য। বরঞ্চ প্রত্যকে হক্বরে চয়েে বশেি হক্ব এবং প্রত্যকে সত্যরে চয়েে বশেি সত্য। যনিি এই কুরআনকে নয়িে এসছেনে তনিি সৃষ্টকিুলরে মধ্যে সর্বাধকি সত্যবাদী, সর্বাধকি নকেকার, সর্বাধকি ইলম, আমল ও জ্ঞানধারী। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: ‘তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না?’ এরপর আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থকেে আসত তাহলে তারা এতে অনকে বপৈরীত্য দখেতে পতে।[সূরা নসিা, আয়াত: ৮২] তনিি আরও বলনে: ‘তবে কি তারা কুরআন অনুধাবন করে না?! নাকি অন্তরগুলোর ওপর তালা ঝুলছ?[সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ২৪] তাই যদি অন্তরগুলো থকেে তালাগুলো উঠে যতে তাহলে অন্তরগুলো কুরআনরে সত্যগুলোকে আলঙ্গিন করত, ঈমানরে আলোতে আলোকতি হত এবং জরুরী ইলম (অপ্রতরিোধ্য জ্ঞান) উপলব্ধ হত য, এটি আল্লাহ্র পক্ষ থকেে আগত, বাস্তবকিই তনিি এ বাণী বলছেনে এবং তাঁর দূত জব্রিাইল আলাইহসি সালাম এ বাণীকে তাঁর দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে পৌঁছে দয়িছেনে।”[মাদারজিুস সালকেনি (৩/৪৭১ ও ৪৭২) থকেে সমাপ্ত]

কুরআনে কারীম সংঘর্ষ ও সবরিোধতিা থকেে মুক্ত; যে ব্যক্তি কুরআন অনুধাবন করে তার জন্য। বাহ্যতঃ যা সবরিোধী সটেি সমন্বয়যোগ্য বপৈরীত্য। অবস্থা, কাল বা ব্যক্তরি ভন্নিতা ভদেে বপৈরীত্য। অতি সহজইে আয়াতগুলোর মধ্যস্থতি এ ধরণরে বপৈরীত্যরে মাঝে সমন্বয় করা যায়। কোন গবষেক যখন এটি করতে সক্ষম হন তখন প্রজ্ঞাপূর্ণ আল্লাহ্র কতিাবরে মুজজোর অপর একটি দকি তার কাছে ফুটে ওঠে।

আবু বকর আল-জাস্সাস (রহঃ) বলনে: বপৈরীত্য তনিপ্রকার:

“১। সবরিোধী বপৈরীত্য। সটো হলো দুটো বষিয়রে একটি অপরটরি বাতুলতা দাবী করা।

২। মানগত বপৈরীত্য: সটো হলো কোন অংশ বাগ্মতিাপূর্ণ; আর কোন অংশ নম্নিমানরে পততি। এই দুই প্রকার বপৈরীত্য কুরআনে নইে। এ ধরণরে বপৈরীত্য না থাকাটা কুরআনরে মোজজোর একটি প্রমাণ। কনেনা সকল বাগ্মী ও বাকপটুদরে কথা যখন দীর্ঘ হয় –কুরআনরে লম্বা সূরাগুলোর মত- তখন এটি মানগত বপৈরীত্য থকেে মুক্ত হয় না।

৩। সমন্বয়যোগ্য বপৈরীত্য: সটো হলো ভালত্বরে দকি থকেে সর্বাংশ অভন্নি হওয়া। উদাহরণতঃ বভিন্নি প্রকার পঠনপদ্ধতি বপৈরীত্য, আয়াতরে সংখ্যার বপৈরীত্য এবং রহতিকারী ও রহতিরে সাথে সম্পৃক্ত বধিবিধিানরে বপৈরীত্য।

আয়াতে কারীমাতে সত্যরে পক্ষে যতভাবে প্রমাণ পশে করা যায় সটোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়ছে; যে সত্যকে বশি্বাস করা ও যে সত্য মোতাবকে আমল করা অনবিার্য।[আহকামুল কুরআন (৩/১৮২)]

সমন্বয়যোগ্য বপৈরীত্যরে সবচয়েে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে (খুব সম্ভব সইে খ্রস্টিান ব্যক্তি এটি জানতে পারলে এটাকওে সবরিোধেতিার তালকিায় যোগ করব): আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কতিাবে আদমকে সৃষ্টরি কথা উল্লখে করছেনে। একবার উল্লখে করছেনে তনিি তাকে সৃষ্টি করছেনে পানি থকেে। আবার বলছেনে: মাটি থকেে। তৃতীয় স্থানে বলছেনে: কাদা থকেে। চতুর্থ স্থানে বলছেনে: ঠনঠনে মাটি থকেে। এটি কি সবরিোধেতিা বা সংঘর্ষ?! বরঞ্চ এটি হলো আদমরে সৃষ্টরি বভিন্নি ধাপ। ইতপিূর্বে 4811 নং প্রশ্নোত্তরে আমরা বষিয়টি বস্তিারতিভাবে আলোচেনা করছে।ি যদি এটি সবরিোধেতি হত তাহলে এ কারণে কুরআন নাযলিরে সময়কালরে কাফরে আরবী ভাষাবদি ও অলঙ্কারবদিগণ সবার আগে অপবাদ আরোপ করত। কন্তিু তারা নজিরো নজিদেরে ববিকেবুদ্ধরি মর্যাদা রক্ষা করছে যে, তারা অলঙ্কারকি দকি ও ব্যঞ্জনাগত দকি থকেে কুরআনরে সমালোচেনা করনে।ি বরং কুরআনরে আয়াতসমূহ তাদরে অনকেরে ইসলাম গ্রহণরে কারণ হয়ছেলি। কনেইবা হবে না অথচ কুরআন হচ্ছে: “মানুষরে জন্য দশিারী”।

দুই:

সুতরাং এই অপবাদ বতির্ককারীর কি ধারণা যে, ‘ফরোউন পানতিে ডুবে মরছে’ আল্লাহ্ কর্তৃক এই সংবাদ দয়ো এবং তাঁর বাণী: ‘সুতরাং আজ আমরা তোমার দহেটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদরে জন্য নদির্শন হয়ে থাক। আর অনকে মানুষই আমার নদির্শনসমূহরে প্রতি একবোরে অমনোযোগী।’[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯২] এতদুভয়রে মধ্যে বপৈরীত্য ও সবরিোধেতিা রয়ছে?ে বড় অদ্ভুত ব্যাপার। ফরোউন ডুবছে এটি এমন নশ্চিতি বষিয় যাতে কোন সন্দহে নইে। এই ডুবার মাধ্যমে তার মৃত্যু ঘটছে এবং সে স্পষ্টভাবে ধ্বংস হয়ছে।ে এই খ্রস্টিানরে কাছে প্রশ্ন: প্রত্যকে যে ব্যক্তি সমুদ্রে ডুবে মারা যায় তাকে কি হাঙ্গর মাছে খয়েে ফলেে কংিবা সমুদ্ররে অতলে তার লাশ কি হারয়িে যায়? নাকি কউে ডুবে মরতে পারে এবং পরে তার লাশ ভসেে উঠতে পারে ও পঁচে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থকেে রক্ষা পতেে পার?ে এই প্রশ্নরে নশ্চিতি জবাব হচ্ছে: দ্বতিীয়টি। সমুদ্রে পড়ে বমিান দুর্ঘটনা, জাহাজরে দুর্ঘটনা কংিবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় সমুদ্রে ডুবে নহিত হওয়া মানুষদরে ক্ষত্রেে বাস্তবে তো এটাই দখো যাচ্ছ।ে আমরা সইে ব্যক্তকিে বলব: ফরোউনরে ক্ষত্রেওে ঠকি এটাই ঘটছে।ে সে সমুদ্রে ডুবে মরছে।ে আল্লাহ্ তাআলা তার লাশকে সমুদ্রে ভাসয়িে তুলছেনে; যাতে করে বনী ইসরাইলরো নশ্চিতি হতে পারে যে, সে মরছে।ে এটি চূড়ান্ত পর্যায়রে প্রজ্ঞা। যহেতেু এই মথি্যুক দাবী করছেলি যে, সে তাদরে সর্বোচ্চ প্রভু! তাই ঐ লাশটি মানুষদরে কাছে প্রকাশ করাটা উপযুক্ত ছলি— যাতে করে তারা এই মথি্যা দাবীদার প্রভুর প্রকৃত অবস্থা নশ্চিতি হতে পারে এবং যাতে করে দুর্বল লোকদরে মন থকেে ভয় কটেে যায়। যারা বশ্বিাস করতে পারে যে, ফরোউন আত্মগোপন করছে;ে কছিুদনি পর ফরিে আসব।ে ধার্মকিতা ও বুদ্ধরি দুর্বলতায় আক্রান্ত কত মানুষ এ ধরণরে বশ্বিাস রাখ!ে

আয়াতে نُنَجِّيكَ এর অর্থ হলো: উপরে তোলা ও ভাসানো। এটি "النجو" শব্দমূল থকেে উৎপন্ন। আর যদি শব্দটি النجاة (বাঁচা) অর্থওে হয় তদুপরি এই বাঁচা দ্বারা মৃত্যু থকেে বাঁচা উদ্দশ্যে নয়। বরঞ্চ সমুদ্ররে অতলে দহেটি হারয়িে যাওয়া থকেে বাঁচা উদ্দশ্যে কংিবা তাকে সমুদ্ররে প্রাণীরা খয়েে ফলো থকেে বাঁচা উদ্দশ্যে। যদি সইে খ্রস্টিান ব্যক্তি আল্লাহ্র বাণীর এই

অংশটি نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ (আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব) অনুধাবন করতে তাহলে বুঝতে পারতে যে, এ ধরণের বাক্য মৃত্যু থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। বরং দেহটি বাঁচার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যদি ফেরাউনের বাঁচা উদ্দেশ্য হত তাহলে এখানে 'তোমার দেহটি' উল্লেখ করা অনর্থক হত। আর অনর্থক কিছু উল্লেখ করা আল্লাহ্‌র বাণীর বৈশিষ্ট্য নয়।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।